কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 07 NOV 2016 ...
পৃষ্ঠা ...2... কলাম ...2...

পদোন্নতি-পদায়নে শিক্ষা প্রশাসনে অস্থিরতা

শরীফুল আলম সুমন ▷

বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারে স্মরণকালের সবচেয়ে বড় পদোন্নতি হয়েছে গত মাসে। পদোন্নতি পেয়ে ৯৩২ জন শিক্ষক সহযোগী থেকে অধ্যাপক এবং সহকারী থেকে সহযোগী অধ্যাপক হয়েছেন। শিগগির আরো প্রায় ৪০০ শিক্ষককে প্রভাষক থেকে সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি দেওয়া হবে। পদোন্নতির পাশাপাশি চলছে পদায়ন। এ দুই মিলে অস্থির হয়ে উঠেছে শিক্ষা প্রশাসন।

পদায়নের জায়গা না থাকায় ২০৫ জন অধ্যাপককে স্বপদে রাখার শর্তে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সে শর্ত ভঙ্গ করে এখন শিক্ষা মন্ত্রণালয় তাদের পছন্দমতো প্রার্থীদের পদায়ন করছে। ফলে এক পদে দুজন কর্মকর্তার নামও দেখা যাচ্ছে। অথচ শিক্ষা প্রশাসনের সিনিয়রদের অনেক পদই জুনিয়ররা দখল করে রেখেছেন এবং ঘুরেফিরে একই শিক্ষকরা বছরের পর বছর প্রশাসনে চাকরি করছেন। তাঁদের ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কোনো পদক্ষেপই নেই।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, শিক্ষা প্রশাসনে এখনো অদৃশ্য হাতের ইশারায় চলছে বদলি বাণিজ্য। টাকা দিলেই ভালো পদায়ন হয়ে যায়। টাকার বিনিময়ে অনেকেই শিক্ষকতা ছেড়ে বছরের পর বছর প্রশাসনে চাকরি করে যাচ্ছেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, গত ২ অক্টোবর ৩৮৫ জন সহযোগী অধ্যাপককে অধ্যাপক পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়। ২০ অক্টোবর আরো ২০৫ জন সহযোগী থেকে অধ্যাপক পদে পদোন্নতি পান। গত শনিবার বিভাগীয় পদোন্নতি কমিটির সভায় সহকারী অধ্যাপক থেকে ৩৪২ জন শিক্ষককে সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে। এখন প্রভাষক থেকে সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতির কার্যক্রম চলছে। শিগগির প্রায় ৪০০ জন প্রভাষককে পদোন্নতি দেওয়া হবে।

সূত্র জানায়, অধ্যাপকদের জন্য পর্যাপ্ত পদায়নের জায়গা নেই, তা সত্ত্বেও বাড়তি ২০৫ জনকে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে। এ পদোন্নতির শর্ত ছিল, স্বপদেই থাকতে হবে তাঁদের। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয় নিজেদের শর্ত ভেঙে এখন ওই শিক্ষকদের পদায়ন করতে শুরু করেছে। ফলে অনেক শিক্ষক সহযোগী থেকে অধ্যাপক পদে পদোন্নতি পেয়েও স্বপদে রয়েছেন, আবার সেখানেই সহকারী থেকে সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি পাওয়াদেরও পদায়ন করা হচ্ছে। ফলে এক পদে দুজনের নামই রয়েছে।

বদলির তদবির বন্ধে গত বৃহস্পতিবার শিক্ষা মন্ত্রণালয় নিষাধাজ্ঞাও জারি করেছে। ক্লাস ফাঁকি দিয়ে বা দায়িত্বে অবহেলা করে বদলির তদবির নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এলে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও আদেশ জারি করা হয়েছে। এখন থেকে বদলির জন্য অনলাইনে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দিষ্ট ফরমে আবেদন করতে বলা হয়েছে।

জানা যায়, এক পদে দুজনকে পদায়ন করা হলেও শিক্ষা প্রশাসনেই অনেক পদ রয়েছে, যেখানে বছরের পর বছর একই কর্মকর্তা চাকরি করছেন। শিক্ষা প্রশাসনের বিভিন্ন পদে সাধারণত প্রেষণে আসেন সরকারি কলেজের শিক্ষকরা। অথচ অনেকেই আছেন, যাঁরা প্রশাসনে চাকরি করতে এসে তাঁদের মূল পেশা শিক্ষকতাই ভুলে গেছেন। অনেক শিক্ষকই ১৫ বছর ধরে প্রশাসনে চাকরি করছেন। আবার তদবিরের জোরে অনেক জুনিয়র কর্মকর্তা সিনিয়র পদ দখল করে রেখেছেন। অথচ সরকারি চাকরি বিধিমালায় তিন বছর পর পর কর্মকর্তাদের বদলির বিধান রয়েছে।

বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির মহাসচিব ও ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের সচিব মো. শাহেদুল খবির চৌধুরী বলেন, 'আন্তবোর্ড বদলির সুপারিশ স্থায়ী কর্মকর্তাদের জন্য প্রযোজ্য হবে। আর শিক্ষা প্রশাসনে যেসব কর্মকর্তা রয়েছেন তাঁরা প্রেষণে আসেন। সরকার ইচ্ছা করলে যেকোনো সময় তাঁদের প্রেষণ বাতিল বা বদলি করতে পারে। এটা সরকার বা মন্ত্রণালয়ের ব্যাপার।'

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের সাবেক এপিএস মন্মথ রঞ্জন বাড়ৈ বিসিএস ক্যাডারের কর্মকর্তা। অভিযোগ রয়েছে, এপিএস থাকার সময় মন্মথের কথামতোই কর্মকর্তাদের বদলি করা হতো। নানা অভিযোগে প্রায় দুই বছর আগে তাঁকে (মন্মথ) মন্ত্রীর এপিএস পদে থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু এর পরই তাঁকে আবার ঢাকা

■ ঘুরেফিরে একই শিক্ষকরা বছরের পর বছর আছেন শিক্ষা প্রশাসনে

■ বদলি-পদায়নে সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সুপারিশ মানছে না শিক্ষা মন্ত্রণালয়

শিক্ষা বোর্ডের উপকলেজ পরিদর্শকের পদে পদায়ন করা হয়। চলতি বছর তিনি বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির কেন্দ্রীয় নেতৃস্থানীয় পদেও নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি সেখানে থেকে এখনো শিক্ষা প্রশাসনের বদলি ও পদায়নের নিয়ন্ত্রণ করছেন। তাঁকে এ কাজে সহায়তা করছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কলেজ শাখার একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা।

জানা যায়, একই স্থানে দীর্ঘদিন ধরে শিকড় গেড়ে বসা কর্মকর্তারা নানা দুর্নীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। শিক্ষা বোর্ডগুলোতে বাড়তি আয়ের উৎস থাকায় সেখান থেকে কর্মকর্তারা কোনোভাবেই বদলি হতে চান না। সম্প্রতি শিক্ষা বোর্ড কর্মচারী সমিতির লিখিত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়-সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি দুর্নীতি রোধে বোর্ড কর্মকর্তাদের এক জায়গায় না রেখে আন্তবোর্ড বদলির সুপারিশ করে। কিন্তু সেই সুপারিশ এখনো বাস্তবায়ন করেনি মন্ত্রণালয়।

কর্মচারী সমিতির অভিযোগ থেকে জানা যায়, ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের সচিব শাহেদুল খবির চৌধুরী ২০০৯ সালে বোর্ডের বিদ্যালয় পরিদর্শক পদে পদায়ন পান। এরপর সহযোগী অধ্যাপক থাকা অবস্থায় ২০১৪ সালে অধ্যাপক পদমর্যাদার সচিব পদে তাঁকে পদায়ন করা হয়। এর পর থেকে তিনি ওই পদে রয়েছেন। ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের উপপরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (সনদ) মাসুদা বেগমও এ বোর্ডে রয়েছেন ২০০৯ সাল থেকে। নানা অভিযোগ সত্ত্বেও তিনি সাত বছর ধরে একই পদে রয়েছেন। সরকারি কর্মকর্তা হয়েও তিনি দীর্ঘদিন ধরেই রাজধানীর আনন্দময়ী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সভাপতি পদেও আছেন। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের পরিদর্শক পদে রয়েছেন আবুল বাশার। তিনি ২০০৯ সালে আসেন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা (মাউশি) অধিদপ্তরে। এরপর ছিলেন ঢাকা বোর্ডের উপপরীক্ষা নিয়ন্ত্রক পদে। ২০১০ সালে মাউশি অধিদপ্তরে উপপরিচালক পদে পদায়ন পান ড. আশফাকুস সালেহীন। তিনি এখন ঢাকা বোর্ডের কলেজ পরিদর্শক। ২০০৩ সাল থেকে ঢাকা বোর্ডে উপপরিচালক পদে কর্মরত রয়েছেন আবুল ফজল এলাহী। ২০০২ সালে পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরে পদায়ন পান মো. মুজিবর রহমান। ২০১৪ সালে তিনি বদলি হন জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমিতে (নায়েম)। ২০১৫ সাল থেকে রয়েছেন মাদ্রাসা বোর্ডের ডেপুটি রেজিস্ট্রার হিসেবে। এ ছাড়া অন্যান্য শিক্ষা বোর্ডেরও একাধিক কর্মকর্তা দীর্ঘদিন ধরে কর্মরত রয়েছেন।

জানা যায়, মাউশি অধিদপ্তরের মনিটরিং অ্যান্ড ইভালুয়েশন বিভাগের উপপরিচালক এস এম কামাল উদ্দিন হায়দার ২০০৯ সালে ঢাকা বোর্ডে উপসচিব হিসেবে পদায়ন পান। ২০১৩ সালে মাউশি অধিদপ্তরে সহকারী পরিচালক ও বর্তমানে উপপরিচালক হিসেবে কর্মরত রয়েছেন তিনি। বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে তিনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়-সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি শামসুল আলম প্রমাণিকের এপিএস ছিলেন। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) সচিব মো. ইমরুল হাসান ২০১০ সালে মাউশি অধিদপ্তরে পদায়ন পান। ২০১৩ সাল থেকে এনসিটিবিতে রয়েছেন তিনি। ২০০৯ সাল থেকে নায়েমে কর্মরত উপপরিচালক কালাচাঁদ শীল ও রিয়াদ চৌধুরী। মাউশি অধিদপ্তরের উপপরিচালক হিসেবে মেজবাহ উদ্দিন কর্মরত ২০১০ সাল থেকে, আইন কর্মকর্তা আবুল কাশেম ২০০৪ সাল থেকে এবং সহকারী পরিচালক (শারীরিক শিক্ষা) মো. সাইফুল ইসলাম রয়েছেন ২০০৫ সাল থেকে। মাউশি অধিদপ্তরের পরিচালক (মাধ্যমিক) অধ্যাপক এলিয়াছ হোসেন কয়েক বছর ধরে এবং পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগের উপপরিচালক (সেসিপ) ওসমান ভূঁইয়াও রয়েছেন প্রায় ছয় বছর ধরে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়-সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির সভাপতি ড. আফছারুল আমীন কালের কণ্ঠকে বলেন, 'বিসিএস শিক্ষা ক্যাডাররা মূলত কলেজ শিক্ষক। তাঁদের প্রশাসনে কাজ করার চেয়ে শ্রেণিকক্ষে পাঠদানেই বেশি মনোযোগী হওয়া উচিত। সরকারি কলেজগুলোতে শিক্ষক সংকটও রয়েছে। এর পরও যাঁরা ডেপুটেশনে প্রশাসন ও শিক্ষা বোর্ডগুলোতে রয়েছেন, তাঁদের সরকারি নিয়মানুযায়ী তিন বছর পর বদলি করা উচিত। কারণ ক্লাসরুমে না গেলে তো প্রশাসনে নীতিনির্ধারণ করা যায় না।'